মানডে নাইট কমব্যাট

অনলাইন প্লে- এবং সিঙ্গেল প্লে- উভয়ভাবে খেলা যাবে এমন একটি থার্ড পারসন শুটার গেম হচ্ছে মানডে নাইট কমব্যাট। গেমটি ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে খেলা যাবে। তবে গেমটির মূল স্বাদ পাওয়া যাবে ল্যানে বা অনলাইনে খেলতে পারলে। সিঙ্গেল প্লে-য়ারের চেয়ে মাল্টিপ্লে-য়ার মোডের দিকেই বেশি জোর দেয়া হয়েছে গেমটিতে। গেমটি ডেভেলপ ও পিসি ভার্সন পাবলিশ করেছে উবের এন্টারটেইনমেন্ট এবং এক্সবক্সের ৩৬০ কনসোলের জন্য গেমটি পাবলিশ করেছে মাইক্রোসফট গেমস স্টুডিওস। ওয়ারক্রাফট সিরিজের ডটা বা ডিফেন্স অব দ্য এনসিয়েন্ট গেমটির মতো টাওয়ার ডিফেন্স ধাঁচের গেম খুব কমই আছে। টিম বেজড অ্যাকশন গেমগুলোর মাঝে জনপ্রিয় কিছু হচ্ছে আনরিয়েল টুর্নামেন্ট, কোয়েক, টিম ফোর্ট্রেস ও পোর্টাল। এ দুই ধাঁচের গেম একসাথে মিলিয়ে বানানো হয়েছে মানডে নাইট কমব্যাট– যাতে টাওয়ার ডিফেন্স করতে হবে অত্যাধুনিক অস্ত্র ও ডিফেন্স সিস্টেমের সাহায্যে। এতে দুটি পক্ষ একে অপরের সাথে যুদ্ধ করবে অর্থের জন্য। গেমে দুটি আলাদা মোড রয়েছে। এগুলো হচ্ছে– ক্রসফায়ার ও বি-টক্স। ক্রসফায়ার মোডে দুটি টিমকে তাদের নির্দিষ্ট মানিবল নামের একটি সুরক্ষিত গোলক পাহারা দিতে হবে। নিজ টিমের মানিবল সুরক্ষিত রেখে অপরপক্ষের গোলক ধ্বংস করাটাই হবে গেমের লক্ষ্য। বি-টক্স মোডে চারজন একসাথে বা একা মানিবল পাহারা দিতে হবে এবং মোকাবেলা করতে হবে পর্যায়ক্রমে আসতে থাকা বিভিন্ন ধরনের রোবটের সাথে।

প্লে-য়ার হিসেবে বেছে নেয়া যাবে ৬টি ক্লাস থেকে একটি। ক্লাসগুলো হচ্ছে– অ্যাসল্ট, ট্যাঙ্ক, সাপোর্ট, গানার, স্নাইপার ও এসাসিন। অ্যাসল্ট ক্লাস হচ্ছে অন্যান্য গেমের স্ট্যান্ডার্ড সোলজারের মতো যাতে অফেন্স, ডিফেন্স ও অ্যাবিলিটির মাঝে

সামঞ্জস্য থাকে। ট্যাঙ্ক ও গানার ক্লাস হচ্ছে ভারি অস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্যবহারে পটু। সাপোর্ট ক্লাস টিম ফোর্ট্রেস ২ গেমের মেডিক ও ইঞ্জিনিয়ার ক্লাসের মতো, যারা টিমমেটদের হিল বা জীবনীশক্তি দান করতে পারে এবং নষ্ট রোবট ও টারেট ঠিক করতে পারে। স্নাইপার ক্লাস দিয়ে অনেক দূর থেকেই শত্রুকে ঘায়েল করা যাবে এবং সামনাসামনি লড়াই করার ব্যাপারেও তারা পিছিয়ে নেই। এসাসিন ক্লাসের গতি অন্যদের তুলনায় বেশি, তারা অদৃশ্য হয়ে শত্রুপক্ষকে ফাঁকি দিতে পারে এবং সামনাসামনি লড়াইয়ে এরা ভয়ঙ্কর। তবে দূর থেকে সুরিকেন (তারকার মতো চাকতি) দিয়েও তারা শত্রুকে ঘায়েল করতে পারবে।

গেমে শত্রুপক্ষ বা রোবটদের মারতে পারলে কয়েন পাওয়া যাবে যা দিয়ে ব্যাটল এরেনাতে টারেট বসানো যাবে এবং প্লে-য়ারের ক্ষমতা আরো বাড়ানো যাবে। কয়েন ছাড়াও পাওয়া যাবে কিছু পাওয়ার-অ্যাপস ও খাবার, যা দিয়ে কিছু বাড়তি ক্ষমতা পাওয়া যাবে ও জীবনীশক্তি বাড়ানো যাবে। গেমে বিভিন্ন ক্যারেক্টারের জন্য অস্ত্রের তালিকায় রয়েছে– অ্যাসল্ট রাইফেল, গ্রেনেড লঞ্চার, জেট ইঞ্জিনগান, লেজার রেইলগান, স্নাইপার রাইফেল, এসএমজি, ক্লাস্টার গ্রেনেড, স্মোক বম্ব, ট্র্যাপ, হিলগান, শটগান, মিনিগান, মর্টারস, অ্যাপার, সুরিকেন ইত্যাদি।

গেমটি অনলাইনে খেলার জন্য প্লাটফর্ম দিয়েছে স্টিম। গেমটি স্প্লিট স্ক্রিনে কো-অপ মোডে দুইজন এবং অনলাইন মাল্টিপ্লে-য়ার মোডে চারজন একসাথে খেলতে পারবে। গেমটি খেলার জন্য ২ গিগাহার্টজের প্রসেসর, ১ গিগাবাইট র‍্যাম, ৫১২ মেগাবাইট মেমরির পিক্সেল শেডার ৩.০ সমর্থিত গ্রাফিক্স কার্ড (এনভিডিয়া জিফোর্স ৭৮০০ বা এটিআই রাডেওন এক্স১৯০০) এবং ২ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস। আকারে ছোট হলেও গেমটি খেলে বেশ মজা পাবেন।

ডেড স্পেস ২

গা ছমছমে অন্ধকার ঝড়ের রাত। আপনি একা দুরুদুরু বুকে করিডোর ধরে এগিয়ে চলেছেন। থেকে থেকে চমকে উঠছেন আচমকা বিজলীর চমকানি ও বজ্রপাতের শব্দে। হঠাৎ চারদিক থেকে ভেসে আসছে পৈশাচিক গোঙানির মতো শব্দ, যেনো কেউ আপনাকে ডাকছে। পিলে চমকে দিয়ে অন্ধকার থেকে সামনে এসে দাঁড়াল

রক্তমাখা, শুকনো শরীরের, কুৎসিত চেহারার এক পিশাচ। সে ক্রমেই সামনে আসছে তার ধারালো দাঁত কিড়মিড় ও তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে থাবা দেবার ভঙ্গিতে। এখন আপনি কি করবেন– ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যাবেন, পেছনে ঘুরে দৌড় দেবেন নাকি রুখে দাঁড়াবেন পিশাচদের মোকাবেলা করার জন্য? ডেড স্পেস ২ গেমটি খেলার সময় এমন অবস্থার সম্মুখীন হবেন অনেকবার। পালিয়ে বাঁচা নয়, পিশাচদের মেরে আপনাকে টিকে থাকতে হবে।

প্রথম পর্বের দারুণ সাফল্যের পর ভিসসেরাল গেমস ডেভেলপ করেছে ডেড স্পেস সিরিজের দ্বিতীয় গেম। গেমটি পাবলিশ করেছে ইলেক্ট্রনিক আর্টস। গেমটি বানাতে ব্যবহার করা হয়েছে ভিসসেরাল নামের গেম ইঞ্জিন। থার্ড পারসন মোডের হরর সারভাইবাল ধাঁচের এ গেমটির সাথে বায়োশক, রেসিডেন্ট ইভিল, লেফট ফর ডেড, অ্যালোন ইন দ্য ডার্ক গেমগুলোর বেশ মিল রয়েছে। কনসোলের জন্য গেমটি ডেড স্পেস-এক্সট্রাকশন ও ডেড স্পেস-ইগনিশন নামে পাওয়া যাবে। প্রিন্টেড মিডিয়া বা কমিকস হিসেবে রয়েছে ডেড স্পেস, ডেড স্পেস- মার্টিয়ার, ডেড স্পেস-স্যালভেজ এবং ফিল্ম হিসেবে রয়েছে ডেড স্পেস-ডাউনফল ও ডেড স্পেস-আফটারম্যাথ।

গেমের পটভূমি চাঁদের উপগ্রহ টাইটানকে ঘিরে। গেমারকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে আইজ্যাক ক্লার্ক নামের চরিত্র যার স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে। ফ্রাঙ্কো নামের এক বন্ধুর সহায়তায় আইজ্যাক হাসপাতাল থেকে মুক্তি পাবে। ভিনগ্রহ থেকে আগত কিছু পরজীবী ফ্রাঙ্কোর শরীরে আক্রমণ করে তাকে পরিণত করবে নেক্রোমরফে এবং পরজীবী প্রাণী নিয়ন্ত্রণ করবে তার দেহ। ধীরে ধীরে অন্যান্য মানব শরীরে মিউটেশন ঘটিয়ে তারা দিন দিন তাদের সম্প্রদায়কে আরো প্রসার করতে থাকবে। গেমে আইজ্যাককে পরজীবীদের হাত থেকে বেঁচে থাকতে হবে, তা না হলে সেও যোগ দেবে নেক্রোমরফদের দলে। গেমে জিরো গ্র্যাভিটি পরিবেশেও স্পেশাল স্যুটের সাহায্যে যাতায়াত করতে হবে আইজ্যাককে। গেমে আইজ্যাক অস্ত্র ও পোশাক-আশাক আপগ্রেড করতে পারবে টাকার বিনিময়ে। গেমের আরো কয়েকটি ক্যারেক্টারের মধ্যে রয়েছে– হান্স টাইডেম্যান, ইলি ল্যাংফোর্ড, নোলান স্ট্রোস, ডায়ানা লে গুইন ও নিকোল ব্রেনান।

গেমটির একটি বিশেষ দিক হচ্ছে হরেক রকম ডিফিকাল্টি লেভেল। গেমে পাঁচটি ডিফিকাল্টি লেভেল রয়েছে। এগুলো হচ্ছে– ক্যাজুয়াল, নরমাল, সারভাইভালিস্ট, জিওলেট ও হার্ডকোর। প্রথম চারটি লেভেল আনলক করা থাকবে। শুধু হার্ডকোর লেভেল লক থাকবে। একবার পুরো গেম শেষ করার পর হার্ডকোর লেভেল আনলক হবে। হার্ডকোর মোডে মাত্র তিনবার সেভ করা যাবে। এতে কোনো চেক পয়েন্ট থাকবে না। গোলাবারুদ, অন্যান্য যন্ত্রপাতি, হেলথ প্যাক ও অর্থ খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন হবে এ লেভেলে খেলার সময়।

গেমটি একাধারে শুটিং, সায়েন্স ফিকশন ও সেই সাথে হরর বা ভৌতিক অ্যাডভেঞ্চার ধাঁচের গেম। তাই গেমটি সবার বেশ ভালো লাগবে। গেমটি চালাতে লাগবে ২.৮ গিগাহার্টজের প্রসেসর, এক্সপির জন্য ১ গিগাবাইট ও ভিসতা/সেভেনের জন্য ২ গিগাবাইট র‍্যাম, পিক্সেল শেডার ৩.০ সাপোর্টেড ৫১২ মেগাবাইট মেমরির গ্রাফিক্স কার্ড (ন্যূনতম এনভিডিয়া জিফোর্স ৬৮০০ বা এটিআই এক্স১৬০০ প্রো) এবং ১০ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস।

অ্যাজটাকা

শিল্পীর তুলির ছোঁয়ায় যেনো থাকে জাদু। রঙিন রঙে রাঙিয়ে ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার মতো দৃশ্য। সিটেরেমিসের ডেভেলপ ও পাবলিশ করা রোল প্লে-য়িং ঘরানার গেম অ্যাজটাকা দেখলে মনে হবে শিল্পীর ক্যানভাসে ভাসমান একটি জীবন্ত ছবি। তুলির আঁচড়ে একটাই সুন্দর করে অ্যাজটেক সভ্যতার নিদর্শন ও পরিবেশ রাঙিয়ে তোলা হয়েছে যে, তা দেখলে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করবে। শুধু মনোরম দৃশ্যই নয় সাথে রয়েছে শ্রুতিমধুর সঙ্গীতের আবহ যা মনকে ভরে তুলবে। অ্যাজটাকা গেমের পটভূমি আঁকা হয়েছে অ্যাজটেক যুগকে কেন্দ্র করে। গেমে ফুটে উঠেছে অ্যাজটেক সভ্যতার ইতিহাসে বর্ণিত নানান কাহিনীর ওপর ভর করে। মোটকথা গেমের মূলমন্ত্র হচ্ছে অ্যাজটেক মিথোলজি এবং সাথে আরো যোগ হয়েছে আদি হিস্পানিক মেক্সিকান জাতির কিছু সংস্কৃতি। গেমের নায়ক হিসেবে গেমারকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে সূর্য দেবতার বংশধর অ্যাজটেক যোদ্ধা হুইটজিলোকে। গেমে তার কাজ হবে কালো জাতির ওপরে রুষ্ট দেবতাদের ক্রোধের আগুন থেকে অ্যাজটেক সভ্যতা রক্ষা করা। শয়তান পূজারী ইহেচাক দেবতাদের খুশি করে লাভ করে অসীম শক্তি এবং সেই শক্তির অপপ্রয়োগ করা শুরু করে অ্যাজটেক জাতির ওপরে ধ্বংসলীলা চালিয়ে। তাকে থামানো যাবে সাতটি প্রাচীন লিপির শক্তি দিয়ে। কিন্তু সেগুলো কোথায়? হুইটজিলোকে তার ধারালো বর্শা ও জাদুমন্ত্রের জোর প্রয়োগ করে সব বাধা-বিপত্তি ডিঙিয়ে খুঁজে বের করতে হবে সেই প্রাচীন লিপিগুলো। অ্যাজটেক জাতির আশা-ভরসা নির্ভর করছে সাহসী হুইটজিলোর ওপরে, সে কি পারবে এত বড় দায়িত্ব সফলতাবে সম্পন্ন করতে? গেমারকে এ প্রশ্নের উত্তর বের করতে হবে তার গেম খেলার পারদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার সঠিক

প্রয়োগের মাধ্যমে।

গেমটির বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা অন্য রোল প্লে-য়িং গেমগুলো থেকে এ গেমটিকে কিছুটা আলাদা করে তুলেছে। গেমটির নতুন ধরনের আর্টিস্টিক পরিবেশ, থ্রিডি ক্যারেক্টার, আনকোরা গেম কন্ট্রোলিং সিস্টেম, পাজল সমাধান করার ধারণ, শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করার কৌশল, প্রাচীন আর্টিফ্যাক্ট সংগ্রহ, দক্ষতা ও ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য নানা রকমের ট্রেনিং, অপশনাল সাইড কোয়েস্ট বা বাড়তি কিছু মিশনের সাহায্যে উপরি আয়ের ব্যবস্থা, প্রাকৃতিক শক্তির ব্যবহার, ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ম্যাজিক পোশন কেনা, আহুতি ও অন্যান্য গয়নার সাহায্যে প্লে-য়ারের শক্তি ও ক্ষমতা বাড়ানোর ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রাচীন অ্যাজটেক পরিবেশ ও রীতিনীতি বেশ সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার পাশাপাশি গেমে যোগ করেছে এক ভিন্নমাত্রার স্বাদ। গেমে প্রায় ২১টি ভিন্নধর্মী লোকেশনে তুলির ছোঁয়ায় প্রাণবন্ত স্টেজ বানানো হয়েছে যা দেখে নজর সরবে না।

গেমটি চালাতে মাঝারি কনফিগারেশনের পিসি হলেই চলবে। গেমটি চালানোর জন্য ২ গিগাহার্টজের প্রসেসর, এক্সপির জন্য ১ গিগাবাইট ও ভিসতা/সেভেনের জন্য ২ গিগাবাইট, হার্ডডিস্কে ১.৬ গিগাবাইট ফাঁকা জায়গা এবং ২৫৬ মেমরির ডিরেক্টএক্স ৯.০ ও পিক্সেল শেডার ২.০ সাপোর্টেড গ্রাফিক্স কার্ড লাগবে। গ্রাফিক্স কার্ডের মেমরি ৫১২ মেগাবাইট হলে ভালো হয়। মাদারবোর্ডের বিল্ট-ইন গ্রাফিক্স কার্ডেও গেমটি চালানো যাবে। তাই যাদের এক্সট্রা গ্রাফিক্স কার্ড নেই তারা গেমটি নিশ্চিন্তে চালাতে পারবেন।

পারফেক্ট ওয়ার্ল্ড

ইন্টারনেটের ব্যাপক প্রসারের কারণে অনলাইন গেমিং বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। আমাদের দেশের গেমিং ক্যাফেগুলোতেও দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু ম্যাসিভলি মাল্টিপ্লে-য়ার অনলাইন রোল প্লে-য়িং গেম (MMORPG)। যাদের ইন্টারনেট স্পিড বেশি এবং নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগের সুবিধা রয়েছে, সেসব গেমার এখন অনলাইন গেমের প্রতি আসক্ত হচ্ছেন। ওয়ার্ল্ড অব ওয়ারক্রাফট, এয়ন, ফাইনাল ফ্যান্টাসি, এজ অব কোনান, ব্যাটলস্টার গ্যালাকটিকা অনলাইন, সিটি অব হিরোস, সিটি অব ভিলেনস, ডিসি ইউনিভার্স অনলাইন, ড্রাগনবল অনলাইন, ডানজিওনস অ্যান্ড ড্রাগন অনলাইন, ডাইনাস্টি ওয়ারিয়র অনলাইন, এভারকোয়েস্ট, গিল্ড ওয়ারস, হিরো অনলাইনসহ আরো অনেক নামকরা গেম রয়েছে যা অনলাইন রোল প্লে-য়িং গেম হিসেবে বেশ জনপ্রিয়। নামকরা গেমগুলোর অনলাইন ভার্সন বের করার ব্যাপারে গেম নির্মাতারা বেশ সচেতন। অফলাইন গেমের পাশাপাশি তারা অনলাইন গেমও বানাচ্ছে যাতে গেমগুলো আরো জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পারফেক্ট ওয়ার্ল্ড নামের নতুন একটি গেম বের হয়েছে, যা বেশ রেটিং অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। পারফেক্ট ওয়ার্ল্ড গেমটি বানানো হয়েছে চীনা বা চাইনিজ মিথোলজিকে কেন্দ্র করে। তলোয়ারবাজ, জাদুকর, তীরন্দাজ, তান্ত্রিক, পিশাচ ইত্যাদি নানারকম রূপ থেকে নিজের পছন্দমতো প্লে-য়ার সিলেক্ট করে তাকে নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়ে গেম শুরু করতে হবে। ধীরে ধীরে গেমের অগ্রগতির সাথে প্লে-য়ারের দক্ষতা ও ক্ষমতা বাড়তে থাকবে। প্লে-য়ারকে মোকাবেলা করতে হবে অসংখ্য দৈত্য-দানব, রাক্ষস, পিশাচ, শয়তান জাদুকর, ডাইনি, ভয়ঙ্কর জীবজন্তু ছাড়াও আরো অনেক কিছুর সাথে।

গেমারকে বিচরণ করতে হবে কাল্পনিক এক জগতে, যার নাম পাঙ্গু। পাঙ্গু নামের জগৎ সাজানো হয়েছে চাইনিজ সভ্যতা ও তাদের সংস্কৃতির ওপর নির্ভর করে। গেমে জাতি বা ক্লাসের মধ্যে রয়েছে- হিউম্যান (ব্লেডমাস্টার ও উইজার্ড), দ্য আনটেমড (বারবারিয়ান ও ভেনোম্যানসার), উইংড এলভস (আর্চার ও ক্লেরিক), টাইডেবর্ন (এসাসিন ও সাইকিক) এবং আর্থগার্ড (সিকার ও মিস্টিক)।

অনলাইন রোল প্লে-য়িং গেমগুলো খেলার জন্য পিসিতে ইনস্টল করে নিতে হবে অন্যান্য গেমের মতো। তারপর গেম সার্ভারে একটি অ্যাকাউন্ট খুলে নিতে হবে গেমের সিরিয়াল কী এন্টার করে। তারপর ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করতে হবে অনলাইন গেমের জগতে। তারপর নিজের প্লে-য়ার বানিয়ে খেলা শুরু করতে হবে। গেম চলাকালীন তা অনলাইনে সেভ হতে থাকবে। বেশিরভাগ গেমই ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়া খেলা সম্ভব নয়। পারফেক্ট ওয়ার্ল্ড গেমটি চালানোর জন্য ৮০০ মেগাহার্টজের প্রসেসর, ৫১২ মেগাবাইট র‌্যাম, পিক্সেল শেডার ২.০ সাপোর্টেড ১২৮ মেগাবাইটের গ্রাফিক্স কার্ড, ২.৬ গিগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস এবং মোটামুটি গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগের প্রয়োজন পড়বে। গেমটির সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট বেশ কম চাওয়া, তাই গেমটি মাদারবোর্ডের সাথে থাকা বিল্ট-ইন গ্রাফিক্সকার্ডের সাহায্যে অনায়াসে চালানো যাবে। যাদের পিসি তেমন একটা ভালো কনফিগারেশনের নয় এবং ইন্টারনেট স্পিডও বেশি না তাদের জন্য এটি আদর্শ অনলাইন রোল প্লে-য়িং গেম। অন্য অনলাইন রোল প্লে-য়িং গেমগুলো বেশ ভারি, কিন্তু এ গেমটি বেশ হালকা এবং সুন্দর। অনলাইন গেমগুলো একদিক থেকে গেমারদের আনন্দ দিচ্ছে, আবার অন্যদিক থেকে তাদের মাঝে সম্পর্কের সেতু গড়ে দিচ্ছে। তাই সুযোগ পেলে এ ধরনের গেম খেলা উচিত।

সুপার মার্কেট ম্যানিয়া

বিদেশের ওয়ান স্টপ শপগুলোর মতো সুন্দর করে তাকে তাকে সাজানো রকমারি জিনিসপত্রের দোকান এখন আমাদের দেশেও বেশ লক্ষণীয়। ব্যস্ত এ শহুরে জীবনে মুদি দোকান, জেনারেল স্টোর, কাঁচাবাজার ঘুরে ঘুরে দৈনন্দিন জিনিসপত্র কেনার সময় মেলা ভার। তাই এক দোকানেই যদি সব ধরনের সদাইপাতি কিনতে পারা যায় তবে তো কথাই নেই- মুক্তি মেলে গাধার খাটুনি থেকে ও বেঁচে যায় অমূল্য সময়। সুপার মার্কেট ম্যানিয়া গেমটি ওয়ান স্টপ শপ ম্যানেজমেন্ট ধাঁচের একটি গেম। গেমটির দুটি পর্ব বের হয়েছে। বিগ ফিশ গেমস নামের প্রতিষ্ঠানের এ মিনি গেম তাদের বানানো অন্যান্য টাইম ম্যানেজমেন্ট গেমের মতোই। তবে এতে রয়েছে ভিন্ন স্বাদ।

মিনি গেম বানানোর দিক থেকে বিগ ফিশ গেমস বেশ নামকরা একটি প্রতিষ্ঠান। তাদের ওয়েবসাইটে রয়েছে অনেক ধরনের গেম, যার ডেমো ভার্সন বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যায়। পুরো ভার্সন পেতে হলে কিছুটা গাঁটের পয়সা খরচ করতে হবে। গেমের মূল চরিত্র নিক্কি নামের এক সোনালি কেশবতী সুন্দরী। গেমের প্রথম পর্বে নিক্কি শহরের নামকরা এক প্রতিষ্ঠানের রেসিপি নিয়ে পরিচালিত এক সুপার শপে কাজের নিমন্ত্রণ পায়। সেখানে তার কাজ হচ্ছে তাকগুলো জিনিসপত্র দিয়ে সাজিয়ে রাখা এবং দোকান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা। শহরের অন্যান্য সুপার শপের মালিকের সাথে টেক্কা দিয়ে নিজেদের দোকানের উন্নতি করাটাই ছিল গেমের মূল লক্ষ্য। প্রথম গেমটিতে ছিল ৫০টি লেভেল। কিন্তু নতুন পর্বে রাখা হয়েছে প্রায় ৮০টির মতো লেভেল, যা ৬টি আলাদা শহরে ভাগ করা হয়েছে এবং সেই সাথে প্রায় ২০০টির মতো আপগ্রেড। গেমে নিক্কিকে মোট ৪৮টি লক্ষ্য পূরণ করতে হবে সাফল্যের শিখরে পৌঁছানোর জন্য। এবার মালিকের জন্য নয়, টিনসেলটাউন নামের শহরে নিজের চাচার ব্যবসার কাজে সাহায্য করতে হবে নিক্কিকে।

নতুন গেমে নিক্কির কাজ হবে খালি তাক প্রস্তুত করে দেয়া, দোকানের মেঝে পরিষ্কার রাখা, দোকান ডেকোরেশন করা, তাকগুলো আপগ্রেড করা, তাকের গায়ে ডিজাইন করা, টাকা তোলা, ট্রে সাজিয়ে রাখা, দোকানে হারিয়ে যাওয়া বাচ্চাকে মায়ের কোলে ফিরিয়ে দেয়া ইত্যাদি। গেমে কঠিন কিছু কাজের মধ্যে রয়েছে কফি, মিল্ক শেক, ফলের জুস, পিজ্জা ইত্যাদি বানানো, যা বেশ সময় নষ্ট করবে। কাস্টমারদের চাহিদা ও সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হবে, তা না হলে ক্রেতা রাগ করে চলে যাবে। নতুন গেমের সুবিধার মধ্যে রয়েছে স্টাইলিশ গ্রাফিক্স আর্ট, কমিক আর্টের স্টোরি মোড, বেশ সুন্দর করে সাজানো গোছানো দোকান, অনেক লম্বা গেমপ্লে-টাইম, মজার কাজ ইত্যাদি। কিন্তু নতুন গেমটির কিছু নেতিবাচক দিক হলো এর গেমপ্লে পুরনো গেমের মতোই এবং আরো অনেক ধরনের জিনিসপত্র থাকার প্রয়োজন ছিল, যা একটি সুপার শপে থাকে। গেমটি ছোট গেম বটে, কিন্তু অনেক সময় ধরে গেমটি খেলতে পারবেন। গেমের গ্রাফিক্স কোয়ালিটি এবং সাউন্ড সিস্টেম অনেক ভালোমানের। গেমে চোরের চুরি ও দুষ্টু বাচ্চাদের উৎপাত ঠেকানোর জন্য সিকিউরিটি গার্ডের প্রয়োগ করা যাবে যা বেশ মজার একটি ব্যাপার। ১ গিগাহার্টজের প্রসেসর, ২৫৬ মেগাবাইট র‍্যাম ও সাধারণ গ্রাফিক্সকার্ডের সাহায্যেই গেমটি খেলা যাবে।

মিস্টেরি অব মর্টলেক ম্যানসন

আপনার কাছে অজানা ব্যক্তির এক চিঠি এসে পৌঁছালো। সেখানে লেখা মর্টলেকের ম্যানসনে যাওয়াটা বেশ জরুরি তা না হলে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে অভিশপ্ত জীবন এবং করুণ মৃত্যু।

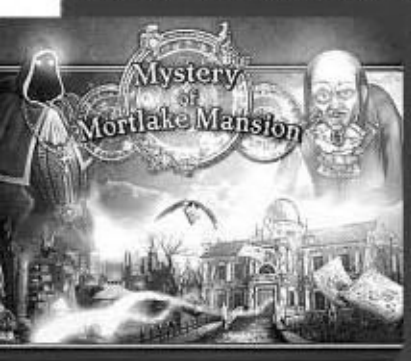

অভিশাপ থেকে বাঁচার জন্য আপনাকে সেখানে গিয়ে তা কাটিয়ে আসতে হবে। একদিন সন্ধ্যা করে রওনা হয়ে গেলেন। মর্টলেকে এসে দাঁড়ালেন। বিরাট এক অট্টালিকা সামনে ঠিক যেন তা এক রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদের ধারে লাগানো কিছু কিম্ভূতকিমাকার জীবজন্তুর মূর্তি। হঠাৎ করেই কোথা থেকে ভেসে আসলো দমকা হাওয়া যা শরীরে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়ে গেল। গা ছমছমে পরিবেশ এবং মনে উঁকি দিচ্ছে নানা প্রশ্ন। কেউ নেই কোথাও, প্রাসাদের বিরাট সদর দরজা বন্ধ। দরজায় ঝুলছে এক তালা। তাতে খোদাই করে আঁকা পাঁচটি জীবজন্তুর ছবি, কিন্তু খোলার কোনো ব্যবস্থা নেই। দরজা খোলার জন্য প্রাসাদের আশপাশে খোঁজ করতে গিয়ে পেয়ে গেলেন ছোট কিছু মূর্তি, যা সেই খোদাই করা স্থানে বসে যায়। সেগুলো বসাতেই দরজা খুলে গেল, ঠিক যেনো জাদু। ভেতরে ঢুকতেই ধড়াম করে দরজা বন্ধ হয়ে গেল আর আপনি বন্দি হয়ে গেলেন সে ঘরে। পুরনো ভাঙাচোরা ঘর থেকে আপনি কিভাবে বের হবেন এবং ঘরের রহস্যের মায়াজাল থেকে পর্দা কি করে সরাবেন তা নিয়েই শুরু হবে গেমের যাত্রা।

মিস্টেরি অব মর্টলেক ম্যানসন গেমটির নির্মাতা স্টেলা গেমস এবং পাবলিশার হচ্ছে পে-রিক্স গেমস। পে-রিক্স গেমসের আরো কয়েকটি নামকরা গেমসের তালিকায় রয়েছে- গার্ডেনস্কেপস, ফিশডম, ইলেমেন্টালস, রয়্যাল এনভয়, এনসিয়েন্ট সিক্রেটস, বিগ সিটি অ্যাডভেঞ্চারস ইত্যাদি। যারা আগে এ গেমগুলো খেলেছেন তাদের কাছে নতুন করে গেমগুলোর মাহাত্ম্য তুলে ধরার দরকার নেই। কিন্তু যারা এসব গেমসের সাথে নতুন পরিচিত হচ্ছেন তাদের জন্য বলা যে- এ গেমগুলো সময় কাটানো এবং মজা উপভোগ করার জন্য অসাধারণ গেমস। একবার খেলা শুরু করলে শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করবে না। আজকের আলোচ্য গেমটি একটি অ্যাডভেঞ্চার ও পাজল সলভ ধাঁচের গেম। মর্টলেক ম্যানসনের রহস্যের অবসান ঘটিয়ে গেমারকে নিতে হবে প্রাসাদের দায়ভার। অন্ধকারাচ্ছন্ন কামরা, কথা বলা দাঁড়কাক, অতৃপ্ত আত্মা, প্রাসাদের কারুকাজ, গেমের ভুতুড়ে পরিবেশ, অসাধারণ গেমপ্লে, ইন্টারঅ্যাক্টিভ অ্যানিমেশন, সাউন্ড সিস্টেম সবকিছু মিলিয়ে গেমটি বেশ চমকপ্রদ ও ত্রিমাত্রার।

গেমটি মিনি গেম বটে, কিন্তু বড় মাপের গেমের চাইতে কম কিছু না। গেমে প্রায় ৭০০এরও বেশি বস্তু খুঁজে বের করতে হবে, সমাধান করতে হবে জটিল কিছু ধাঁধা। গেমে ৩৪টি বেশ মনোরম লোকেশন রয়েছে এবং সাথে রয়েছে ৩০টি মিনি গেম যা দারুণ উপভোগ্য। ২ গিগাহার্টজের প্রসেসর, ৫১২ মেগাবাইট র‍্যাম, ২০০ মেগাবাইট হার্ডডিস্ক স্পেস এবং সাধারণ মানের গ্রাফিক্স কার্ড হলেই তা চালানো যাবে নির্বিঘ্নে। ইদানিং অনেকেই ই-মেইল করছেন তাদের বিল্ট-ইন গ্রাফিক্স কার্ডে গেম চলছে না। নতুন গেমের প্রায় সবগুলোতে পিক্সেল শেডার ৩.০ সাপোর্টেড গ্রাফিক্স কার্ডের প্রয়োজন। বিল্ট-ইন গ্রাফিক্স কার্ডগুলো সাধারণত পিক্সেল শেডার ২.০ সাপোর্টেড হওয়ায় সব গেম চালাতে পারে না। তাই এখন থেকে নতুন গেমারদের কথা লক্ষ রেখে এমন কিছু গেম নিয়ে আলোচনা করা হবে যাতে তারা সহজেই খেলতে পারেন।